তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭১২

**৪৩তম ডি-৮ কমিশনের সভা সমাপ্ত**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ৪৩তম ডি-৮ কমিশনের দুই দিনব্যাপী সভা আজ সমাপ্ত হলো। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের কমিশনারগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় আসন্ন দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের Outcome documents  “ঢাকা ঘোষণা ২০২১” এবং ডি-৮ এর আগামী দশ বছরের কর্মপরিকল্পনার রোডম্যাপ “D-8 Decennial Roadmap for 2020-2030” ডি-৮ কমিশনারদের পর্যায়ে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে “19th  Session of the D-8 Council of Ministers” এবং আগামী ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ডি-৮ পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় “ঢাকা ঘোষণা ২০২১” এবং “D-8 Decennial Roadmap for 2020-2030” গৃহীত হলে উক্ত ডকুমেন্টসমূহ দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে ডি-৮ নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

তৌহিদুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭১১

ডিএসসিসির সব অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

**স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করায় ও মশার লার্ভা পাওয়ায় দেড় লক্ষাধিক টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

সরকার ঘোষিত লকডাউনের আওতায় আরোপিত শর্তাবলি তদারকিতে আজ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সকল অঞ্চলে একযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। ডিএসসিসি এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি করপোরেশনের সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিলা কবির ত্রপা আদালতসমূহের নেতৃত্ব দেন।

অভিযানে আদালত কিছু এলাকায় স্বাস্থ্য বিধি না মানা এবং কিছু স্থাপনায় মশার লার্ভা পাওয়ায় সব মিলিয়ে দেড় লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায় করেন।

ডিএসসিসি এর আঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মেরিনা নাজনিন আজ ধানমণ্ডি ও হাতিরপুল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে তিনি সাত মসজিদ রোডের ইউনিমার্টসহ বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট ও খাবার দোকানে সরকার ঘোষিত নির্দেশনা ভঙ্গ করে খাবার পরিবেশন করায় মোট ৬টি মামলা দায়ের এবং নগদ ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। পরে আঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মেরিনা নাজনিন হাতিরপুল এলাকায় রাস্তার উপরে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত কাঁচাবাজার সরিয়ে দেন।

এদিকে আজ করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিলা কবির ত্রপা নগরীর ধানমণ্ডি এলাকায় ১৬টি নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করে ২টি ভবনের বেজমেন্টে এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় ২ ভবন মালিকের বিরুদ্ধে ২টি মামলা দায়ের ও নগদ ৯০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। পরে ম্যাজিস্ট্রেট ত্রপা বাংলামোটর এলাকায় রাস্তার উপর পাকা ভবনের ভাঙা রাবিশ ফেলে রাখতে দেখতে পান। এ সময় রাবিশসহ রাস্তা বন্ধ করে রাখা মালামাল সরিয়ে নেওয়ার শর্তে ভবন মালিক মুচলেকা দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে রাস্তার উপর যেন এ ধরনের রাবিশ না রাখা হয় সে বিষয়ে সতর্ক করেন।

পাশাপাশি ডিএসসিসি এর সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মুনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মাণাধীন ২৫টি স্থাপনায় এডিস মশার লার্ভার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আদালত দুটি ভবনে এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় ২টি মামলা দায়ের এবং নগদ ২৭ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

অভিযোগ প্রসঙ্গে অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মেরিনা নাজনিন বলেন, "মানুষ সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি না মেনে বিভিন্ন হোটেল ও খাবার দোকানে এখনো খাবার গ্রহণ করছেন। অভিযানে এ রকম বেশ কয়েকটি খাবার হোটেল ও খাবার দোকানে এ ধরনের পরিবেশ পাওয়ায় মোট ৬টি মামলা দায়ের এবং সেসব মামলায় মোট ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।"

এছাড়াও ডিএসসিসি এর অন্যান্য অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ আজ নিজ নিজ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মানাসহ সরকার ঘোষিত লকডাউনে আরোপিত শর্তাবলি মেনে চলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

#

নাছের/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭১০

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হাজার ১৮১ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ১৬ হাজার ১৮১ জন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৯ হাজার ৬১০ জন এবং মহিলা ৬ হাজার ৫৭১ জন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৫৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬৭৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩৪ লাখ ৪৫ হাজার ৩১১ জন এবং মহিলা ২১ লাখ ১০ হাজার ৩৬৪ জন।

উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৬৯ লাখ ৬০ হাজার ৬২৫ জন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৯

**বগুড়া জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক মজিবুর রহমানের ইন্তেকালে**

**তথ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের শোক**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

বগুড়া জেলা তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান এবং সচিব খাজা মিয়া।

মঙ্গলবার বিকেলে বগুড়ার একটি হাসপাতালে ৫৬ বছর বয়সী বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের এই সদস্যের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে তাঁরা প্রয়াতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মৃত্যুকালে মোঃ মজিবুর রহমান স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

#

আকরাম/পাশা/মাহবুব/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৮

**‘মুজিব বর্ষের শপথ, নিরাপদ রবে নৌপথ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে**

**আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

‘মুজিব বর্ষের শপথ, নিরাপদ রবে নৌপথ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭-১৩ এপ্রিল দেশে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১ পালিত হবে।

আগামীকাল সকালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১ এর উদ্বোধন করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। নৌ সেক্টরের মালিক, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অতিথি ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন।

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন করাসহ যাত্রীসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তর প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করছে।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী প্রদান করেছেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৭

**করোনা মোকাবিলায় সরকারি নির্দেশনাসমূহ না মানলে সংক্রমণ ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণহীন হতে পারে**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকার লকডাউন ঘোষণা করেছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮টি জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এখন করোনা প্রতিরোধে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে। অথচ দেশের কোথাও কোথাও লকডাউন তুলে নিতে আন্দোলন করা হচ্ছে। এই মুহুর্তে সরকারের লকডাউন ব্যবস্থা জরুরি ছিল তাই সরকার দিয়েছে। যখন লকডাউন তুলে নেওয়ার প্রয়োজন হবে সরকার সঠিক সময়েই সেই সিদ্ধান্ত নেবে। এখন এসব সরকারি নির্দেশনা মেনে না চললে আগামীতে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই নিয়ন্ত্রণহীন হতে পারে।’

আজ বিকেলে রাজধানীর মহাখালীস্থ ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট হাসপাতালের নতুন ২০০টি করোনা আইসিইউ বেড ও ১০০০টি আইসোলেশন বেড এর প্রস্তুতকরণ ও কাজের অগ্রগতি দেখতে উপস্থিত থেকে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ডিএনসিসি মার্কেট হাসপাতালটি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে উদ্‌বোধন করা সম্ভব হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই হাসপাতালে একসঙ্গে যে ২০০টি আইসিইউ বেড করা হচ্ছে তা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বিরল বলেও মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি এখানে আরো ১০০০টি নতুন আইসোলেশন বেডও হচ্ছে। তবে বেড সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা হোক মানুষ যদি স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলে তাহলে কোনোকিছুতেই করোনা নিয়ন্ত্রণে আসবে না বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নতুন সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশিদ আলম, হাসপাতালটির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার এটিওএম নাসির উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

  
তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৬

**সিনিয়র তথ্য অফিসার মজিবুর রহমানের**

**মৃত্যুতে ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের শোক**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

বিসিএস (তথ্য সাধারণ) ক্যাডারের সদস্য বগুড়া জেলা তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য অফিসার মোঃ মজিবুর রহমানের মৃত্যুতে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি স. ম. গোলাম কিবরিয়া ও মহাসচিব মুন্সী জালাল উদ্দিন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

কয়েকদিন যাবৎ মরহুম মজিবুর রহমান জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। আজ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ সময়ে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরহুম মজিবুর রহমান বিভিন্ন জেলা তথ্য অফিসে পদায়ন হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ তৃণমূল পর্যায়ে নিষ্ঠার সাথে সরকারের উন্নয়ন তথ্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

#

কিবরিয়া/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৪ হাজার ৩১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৭ হাজার ২১৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬ লাখ ৫১ হাজার ৬৫২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৩৮৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৩৮৩ জন।

#

দলিল/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৪

**কক্সবাজারের লিংক রোড হতে উনচিপ্রাং পর্যন্ত সম্প্রসারিত**

**সড়ক উদ্বোধন করলেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের লিংক রোড হতে উনচিপ্রাং পর্যন্ত সম্প্রসারিত সড়ক উদ্বোধন করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

মন্ত্রী আজ সকালে নিজ বাসভবন হতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্প্রসারিত এ সড়কাংশ উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী জানান, প্রায় ৩০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রথম ফেজের প্রথম প্যাকেজে কক্সবাজারের লিংক রোড হতে উখিয়া পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার এবং দ্বিতীয় প্যাকেজে উখিয়া হতে উনচিপ্রাং পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটারসহ মোট ৫০ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণসহ প্রশস্তকরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য অসংখ্য আশ্রয়ন ক্যাম্প এই মহাসড়কের পার্শ্বেই গড়ে উঠেছে। রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমকে ঘিরে দেশ-বিদেশের কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন এনজিও সংস্থার প্রতিনিধি, দেশ-বিদেশের অতিথি যাতায়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এই মহাসড়কটি। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের ব্লু-ইকোনমির একটি অংশ হিসেবে টেকনাফ উপজেলার ‘সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলকে’ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় এনে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে মহাসড়কটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ সরকারের অগ্রাধিকার উল্লেখ করে তিনি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারকে ঘিরে সরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কক্সবাজারে বাস্তবায়িত হচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ভিডিও কনফারেন্সে সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন পরকাশ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আবদুস সবুর, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ মামুনুর রশীদ, সড়ক ও জনপথ চট্ট্রগ্রাম জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল ওয়াহিদসহ মন্ত্রণালয়, সওজ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০৩

**শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গণপরিবহন চলবে**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

লকডাউন পরিস্থিতিতে সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও জনসাধারণের যাতায়াতে দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণপরিবহন চলাচলের বিষয়টি শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে পুনর্বিবেচনা করে অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

মন্ত্রী আজ বিকেলে নিজ বাসভবনে প্রেসব্রিফিংয়ে এ কথা জানান।

মন্ত্রী আরো জানান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরসহ গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন সড়কে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অর্ধেক আসন খালি রেখে গণপরিবহন চলাচল করতে পারবে। ট্রিপের শুরু এবং শেষে জীবাণুনাশক দিয়ে গাড়ি জীবাণুমুক্তকরণসহ পরিবহন সংশ্লিষ্ট ও যাত্রীদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই সমন্বয়কৃত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না।

আগামীকাল ৭ এপ্রিল বুধবার থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলেও তিনি জানান। তবে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত দূরপাল্লায় গণপরিবহন চলাচল যথারীতি বন্ধ থাকবে।

এ সময় তিনি করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে সরকারের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনে মালিক-শ্রমিক ও যাত্রীসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

#

ওয়ালিদ/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০২

**বাংলাদেশ সফরকালে কৃষিমন্ত্রীর চমৎকার সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ জানালেন নরেন্দ্র মোদি**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সফরকালে মিনিস্টার ইন ওয়েটিং হিসাবে যত্নশীল ও চমৎকার সাহচর্যের জন্য কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে ধন্যবাদ জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি সম্প্রতি এক পত্রে ড. রাজ্জাককে ধন্যবাদ জানান। নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন যে, আমার সংক্ষিপ্ত ও ব্যস্ত ভ্রমণসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য ভ্রমণকৃত স্থানগুলোর সকল বিষয়ের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ আমাকে অভিভূত করেছে। তিনি বলেন, আমি যেসব এলাকা ভ্রমণ করেছি সেসব এলাকার কর্মকর্তা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আপনার ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি।

তাঁর সফরকালে কৃষিমন্ত্রী যে সময় দিয়েছেন ও নিষ্ঠতা প্রদর্শন করেছেন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদি। নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন যে, সফরকালে কৃষিমন্ত্রীর সাথে যেসব বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়েছে তা বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিমন্ত্রীর সাথে এ আলোচনা ও মত বিনিময়ে তিনি আনন্দিত।

গত ২৬ ও ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফর করেন।

#

কামরুল/পাশা/সেলিম/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭০১

**নিষেধাজ্ঞাকালে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম পরিবহণ ও বিপণণে বাধা থাকবে না**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, “বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত চলমান নিষেধাজ্ঞাকালে জরুরি খাদ্য পরিবহনে কোন বাধা নেই। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। একইসাথে এগুলো পচনশীল দ্রব্য। এগুলো ‍উৎপাদন, পরিবহণ ও বিপণণে কোনভাবেই বাধা থাকবে না। এ ব্যাপারে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থায় চিঠি দিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।”

আজ বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত চলমান নিষেধাজ্ঞাকালে মাছ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, দুধ, ডিম, মাছের পোনা, মুরগির বাচ্চা, পশু চিকিৎসা সামগ্রী, টিকা, কৃত্রিম প্রজনন সামগ্রী, মৎস্য ও পশু খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি পরিবহণ ও বিপণন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় রাজধানীর বেইলি রোডের সরকারি বাসভবন থেকে সংযুক্ত হয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমানসহ মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও জেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের তৎপর থাকার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা এবং মনিটরিং এর জন্যও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ সময় নির্দেশ দেন মন্ত্রী। মাঠ পর্যায়ের উদ্ভুত সমস্যাগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা এবং নিয়মিত কঠোর মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এসময় নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী এসময় বলেন, “এ বছর করোনা পরিস্থিতি গতবছরের চেয়ে আরো ভয়াবহ। তবে এসময় আতঙ্কিত হয়ে একেবারে ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই। আমরা সবকিছু বন্ধ করে দিলে দেশ চলবে না। মানুষের মাছ, মাংস, দুধ ডিমের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। আবার উৎপাদক, খামারি, বিপণনকারীসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গতবছর এ খাতের সংকট উত্তরণে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, পরিবহনের বাধা দূর করা হয়েছে। বন্দরে মৎস্য ও প্রাণী খাদ্য ছাড়করণেও আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এবছরও প্রান্তিক খামারিদের উৎপাদিত পণ্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম চালু করা হবে।”

কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, “বিগত বছর করোনার মধ্যে আপনাদের পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ভাবমূর্তি দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে। করোনাকালে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত একটি বড় খাত। এজন্য এ খাতের উৎপাদন, পরিবহণ ও বিপণন অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নুয়ে না পড়ে। এ খাত নুয়ে পড়লে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ পুষ্টি ও আমিষের বড় যোগান আসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত থেকে। এ খাতের যে সুনাম গতবছর হয়েছিল, সেটা যেন কোনভাবে বিপন্ন না হয়। দায়িত্বের জায়গা সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে, এককভাবে নয়। এ ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য দেখানোর সুযোগ নেই।”

#

ইফতেখার/পাশা/সেলিম/২০২১/১৭৩৫ ঘণ্টা

Handout umber : 1700

**Foreign Minister mourns the loss of lives on the**

**flash floods in Indonesia and Timor-Leste**

Dhaka, April 6:

Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen expressed his deep condolence over the loss of lives in the flash floods and landslides in different parts of Indonesia and Timor-Leste.  
  
 In different message sent to Foreign Minister of Indonesia Retno L P Marsudi, and Foreign Affairs and Cooperation Minister of Timor-Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, Dr. Momen conveyed heartfelt sympathies to both the leaders. He expressed his deep sympathy  particularly to the members of the bereaved families who lost their near and dear ones.  
   
 Dr. Momen prayed and hoped that the resilient people of both friendly countries can withstand all adversities and rebuild their flood affected areas to come back to normal life. He reiterated Bangladesh Government’s commitment to work with the international community on global climate change mitigation and adaptation issues.

Dr.  Momen wished both the Foreign Ministers good health, long life and renewed prosperity.

#

Tohidul/Pasha/Salim/2021/1730 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৯

**স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে রুখে দাঁড়াতে হবে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

গতকাল সোমবার (০৫ এপ্রিল) রাতে রাজধানীর বেইলী রোডের সরকারি বাসভবন থেকে জার্মান আওয়ামী লীগ আয়োজিত ‘ইসলামে উগ্রবাদের স্থান নেই, ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতিহত করুন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

এসময় মন্ত্রী বলেন, ‘১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভুলভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্রের মৃত্যুবীজ অঙ্কুরেই বপন হয়েছিল। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা যে স্থায়ী হতে পারে না, তা সেসময় দ্রুত প্রমাণ হতে শুরু হয়েছিল। সে কারণে ভাষার ভিত্তিতে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য একক পরিচয় ‘বাঙালি’-তে রূপান্তর করেছিলেন। ধর্মভিত্তিক পরিচিতি সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য ঐক্যের পথে বড় বাধা বিবেচনা করে তিনি ‘আওয়ামী মুসলীম লীগ’ এর পরিবর্তে সকলের জন্য ‘আওয়ামী লীগ’ এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক কাতারে নিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তানিরা ধর্ম ব্যবহার করে অধার্মিক ও শোষণের কাজ করে আসছিল, তা বাঙালিদের বোঝাতে সক্ষম হন বঙ্গবন্ধু। গোটা জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করে পাকিস্তানিদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলেন। এভাবে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মিছিলে সকলকে নিয়ে আসতে সক্ষম হন বঙ্গবন্ধু।”

শ ম রেজাউল করিম এ সময় আরো বলেন, “ ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ’৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের উদ্ভব হয়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আবার স্বনামে-বেনামে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র প্রায় ২৫ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যায়। পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২১ বছর রাজপথে থাকা আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ফিরিয়ে এনে নতুন করে দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা করা শুরু করেন। তখনই আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বাধীনতাবিরোধীরা। অন্তত ১৯ বার শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা চালায় তারা। সর্বশেষ ২০০৪ সালে পাকিস্তানি এজেন্ট জঙ্গি জিন্দাল, হরকাতুল জিহাদ নেতা মাওলানা তাজউদ্দিন ও তৎকালীন খালেদা জিয়া সরকার সরাসরি অংশগ্রহণ করে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করে।”

তিনি এসময় আরো যোগ করেন, “সাম্প্রদায়িক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হলেও দীর্ঘ ২৫ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি যেভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সে জঞ্জাল সমূলে বিনাশ করা আজও সম্ভব হয় নি। সে কারণে কখনো হেফাজত, কখনো জামায়াত, কখনো ২০ দলীয় জোট-নানা নামে দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের কার্যক্রম দেখা যায়। তবে সরকার কঠিনভাবে তাদের মোকাবিলা করছে। সম্প্রীতির বাংলাদেশে কোনভাবেই স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না।”

এসময় দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সকল বাঙালিকে আরো তৎপরতার সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির নিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জার্মান আওয়ামী লীগের সভাপতি বসিরুল আলম সাবুর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সর্ব ইউরোপীয়ান আওয়ামী লীগ ও জার্মান আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা অনিল দাশ গুপ্ত, সর্ব ইউরোপীয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি এম. নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিশ্বের ৫০টির অধিক দেশের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/পাশা/সেলিম/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৮

এবছর ৫ হাজার ৮০০ কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে

**বাংলাদেশের কৃষি শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে: কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে, কৃষি উন্নয়নে ও খামার যান্ত্রিকীকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ১০-১৫ বছর আগেও বাংলাদেশের কৃষি ছিল সনাতন পদ্ধতির। চাষাবাদ, মাড়াইসহ সব কাজ মানুষকে শারীরিকভাবে করতে হতো। লাঙলে চাষ হতো। এখন যন্ত্রের মাধ্যমে জমি চাষ  ও ফসল মাড়াই হচ্ছে। কিন্তু ধান কাটা ও রোপণ মানুষকে করতে হচ্ছে। এতে ফসল উৎপাদনে খরচ অনেক বেশি ও সময় সাপেক্ষ। সেজন্য বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে গত ১২ বছর ধরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কৃষিমন্ত্রী মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে কৃষকের মাঝে ‘কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র’ বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০% ও হাওর-উপকূলীয় এলাকায় ৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিপ্লব ঘটবে। বাংলাদেশের কৃষিও পশ্চিমা বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে কৃষিতে সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করতে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্প হলো তার অনন্য উদাহরণ। এর মাধ্যমে কৃষি লাভজনক হবে ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ -২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে ৫০০টি উপজেলায় ১৬১৭টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৭০১টি রিপার, ১৮৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ মোট ৫ হাজার ৭৭৬টি বিভিন্ন ধরণের কৃষিযন্ত্র কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে হাওরে ধান সফলভাবে কাটার জন্য ৫১০টি  কম্বাইন হারভেস্টার ও ২৩১টি রিপার বিতরণ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে নেত্রকোনা থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন ও কৃষিযন্ত্র বিতরণ করেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরু। মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. মো: আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) মোঃ আব্দুল কাদের এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।  মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইড় থেকে যুক্ত হন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মনিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক বেনজীর আলম। এছাড়া, ১৩টি কৃষি অঞ্চলের ১৩টি উপজেলা থেকে প্রায় ৫ শতাধিক  কর্মকর্তা ও কৃষক ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষিতে বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলেই কৃষিতে আজকের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গত বছর সরকার দ্রুততার সাথে ভর্তুকির মাধ্যমে ধান কাটার যন্ত্র দিয়েছিল, ফলে হাওরের ধান সফলভাবে ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছিল। সরকার এ বছরও কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ ধান কাটার যন্ত্র বিতরণ করছে। আশা করি, এবারও সফলভাবে ধান ঘরে তোলা যাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে জানান, ৪৮ লাখ হেক্টর জমির বোরো ধানের পুরোটা যন্ত্র দিয়ে কাটতে পারলে ৫ হাজার ২৭১ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হতো।

#

কামরুল/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৭

**পরিবেশগত উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পে সহযোগীতার আহ্ববান অর্থমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

বিশ্বব্যাংক- আইএমএফ এর চলমান স্প্রিং মিটিং  ২০২১ এর অংশ হিসেবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মু্স্তফা কামালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ও বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. হার্টউইগ শ্যেফার এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলের মধ্যে গতকাল সন্ধ্যায় এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য অর্থমন্ত্রী, অর্থসচিব ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের পক্ষে মি. হার্টউইগ শ্যেফার ও মিজ মার্সি মিয়াং টেম্বন অংশগ্রহণ করেন।

সভার শুরুতে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের  সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের অব্যাহত সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। অর্থমন্ত্রী কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের গৃহীত দ্রুত ও সময়োযোগী বিভিন্ন উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন। চলমান করোনা মহামারির কারণে দেশের ক্ষতিগ্রস্হ শ্রমবাজার, আর্থিক ও সামাজিক খাত সচল রাখবার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বব্যাংকের Programmatic Jobs Development Policy Credit (DPC) প্রকল্পের আওতায় সাপোর্ট এবং COVID-19 ভ্যাকসিনের জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন  করেন।

করোনা মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই অনুধাবন করতে পেরে দেশের সবধরনের অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের জন্য এক লাখ ২৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকার মোট ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন, যা একটি বিরল সাহসী পদক্ষেপ।

অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে কোভিড-১৯ এ টিকা প্রদানের কার্যক্রম শুরুর বিষয়টিও উল্লেখ করেন। তিনি পরিবেশগত উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত ‘Ecological Restoration Support to Rivers and Canals around Dhaka’ প্রকল্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন; পরিবহন; নদী কেন্দ্রিক পর্যটনের উন্নয়নে টেকসই পরিবেশ-বান্ধব অবকাঠামো তৈরী এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতার জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রতি অনুরোধ জানান। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ছাত্রীদের জন্য প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্পে এবং করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বাজেট সাপোর্ট হিসেবে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহযোগীতার আহ্ববান জানান। বিশ্বব্যাংকও এ বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে দেখা হবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করে।

#

তৌহিদুল/কামাল/কুতুব/২০২১/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৬

**বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এবারের বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য - ‘Building a fairer, healthier world’; যার মর্মার্থ দাঁড়ায় - ‘সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি’। প্রতিপাদ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপোযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সারাবিশ্ব এখন একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে। আমাদের সরকার করোনা বিস্তারের প্রথম দিক থেকে একটি সমন্বিত ও কার্যকর কর্মসূচি হাতে নেয়। আমাদের সীমিত জনবল, চিকিৎসামগ্রী ও জনগণের মাঝে করোনা রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি, করোনা টেস্টটিং, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান, সঙ্গনিরোধ, কোভিড হাসপাতাল স্থাপন, হাসপাতালে অক্সিজেনসহ জীবনরক্ষাকারী সামগ্রীর ব্যবস্থা, চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে অন্যান্য দেশের তুলনায় করোনা নিয়ন্ত্রণে আমরা সফলতা অর্জন করি। করোনা মহামারি সফলভাবে মোকাবিলা, সময়োচিত ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং জীবনযাত্রার মান সচল রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ব্লমবার্গ প্রণীত কোভিড-১৯ সহনশীল র‌্যাকিং এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ ও বিশ্বে ২০তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলার জন্য আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এছাড়া বিশ্বের অনেক দেশের আগেই কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সারাদেশে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ কোটি ২ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দেশে আনা হয়েছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানে বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ চলে এসেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন সূচক এখন ঈর্ষণীয় পর্যায়ে রয়েছে। সারাদেশে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামীণ, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসমান। গড় আয়ু ৭২.৬ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

দেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধের জন্য মাস্ক ব্যবহার, হাত ধোয়ার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচারসহ অন্যান্য নিরাপদ অভ্যাসসমূহ আমাদের মেনে চলতে হবে। করোনা সেবার পাশাপাশি আমাদের অত্যাবশ্যকীয় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা যেন কোন রকম ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারে সকলকে সজাগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রোগীদের হাসপাতালের সঠিক সেবা প্রদানের যাবতীয় সামগ্রীর এখন কোন রকম সংকট নেই। আমি বিশ্বাস করি, এ মহামারি মোকাবিলায় আমরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং সাহসী।

এই সংকটকালে সেবা দিতে গিয়ে অনেক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সেবাদানকারীগণ মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

আমি ‘বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস ২০২১’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৫

**বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘Building a fairer, healthier world’ যার বাংলা ভাবার্থ ‘সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি’ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনগণের সচেতনতা, সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত্ব বাড়ানোর মাধ্যমে একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ে তোলাই এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও নিয়োগ, অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার। বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে স্বাস্থ্যখাতের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে এসব সেবাকে জনগণের জন্য আরো সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। করোনার চিকিৎসা সেবা নির্বিঘ্নে রাখতে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত চিকিৎসা সেবাকে জনগণের জন্য আরো সহজলভ্য করতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। একই সাথে সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং মাস্কসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকুক - বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৪

**নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক হবে**

**- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ দ্রুততার সাথে  স্বাভাবিক করতে তিতাস কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। গ্যাস সরবরাহ বিঘ্ন হওয়ায়, গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, ভালভ প্রতিস্থাপনের কাজ স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।

উল্লেখ্য, আজ সকাল ১০টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জ-গোদনাইল আরএমএস এবং গোদনাইল টিবিএস এ কয়েকটি ভালভে লিকেজ পরিলক্ষিত হয়। জরুরিভিত্তিতে ভালভ প্রতিস্থাপনের জন্য নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় গ্যাস সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। ভালভ প্রতিস্থাপন কাজ শেষে শীঘ্রই গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।

#

আসলাম/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১২১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯৩

**নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ এপ্রিল নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন করাসহ যাত্রী সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ‘নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য হল ‘মুজিববর্ষের শপথ, নিরাপদ রবে নৌপথ’।

আবহমানকাল ধরে নদী, নৌপথ আর নৌকার সঙ্গে এক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন। সুপ্রাচীনকাল হতে আজ অবধি আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ আর মালামাল পরিবহনে নৌপথের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নের গতিধারা বেগবান করতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নৌপরিবহনের ওপর ব্যাপক গরুত্বারোপ করেন। তাঁর দূরদর্শী ভাবনায় ‘দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন্‌স অ্যাক্ট-১৯৭৪’ প্রণীত হয়। জাতির পিতার সূচিত সেই পথ ধরে আওয়ামী লীগ সরকার নিরাপদ ও আরামদায়ক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় নৌপরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সরকার নদী আর নৌপথকে বাঁচিয়ে রাখতে, নৌপথের প্রসার ও উন্নয়নে এবং পরিবেশ রক্ষায় ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নৌসম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের বিশাল সমুদ্র-সীমানা, যা আমাদের নৌবাণিজ্যে যুক্ত করেছে এক নতুন মাত্রা। সুনীল অর্থনীতির অবারিত দ্বার আমাদের সন্মুখে উন্মুক্ত। আমার বিশ্বাস, নৌপরিবহন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৪৫৫.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘এস্টাব্লিসমেন্ট অভ গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম’ এবং ৪.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অভ মেরিটাইম লেজিসলেশন অভ বাংলাদেশ’ নামক দু’টি প্রকল্প এবং ‘ন্যাশনাল শিপস এন্ড মেকানাইজড বোটস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’ নামক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সমুদ্রপথে চলাচলরত সকল প্রকার দেশি ও বিদেশি জাহাজের সার্বিক নৌ নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষার মাধ্যমে এতে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বলতর হবে।

এছাড়াও উন্নততর প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করে আমাদের সমুদ্র, নদী ও স্থলবন্দরসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সহজতর তথা প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য আমাদের সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও অন্যান্য নাব্যতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বন্দর সংযোগকারী নদী চ্যানেলসমূহ ড্রেজিং এবং রাস্তাসমূহ ৬ লেন ও ৪ লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নদী বন্দরসমূহের পণ্য হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌবন্দর স্থাপন, নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশনের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি।

বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রায়শই কালবৈশাখী ঝড় উঠে। তাই এ সময়ে নৌযান চালকগণ এবং যাত্রীসাধারণ সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। খারাপ আবহাওয়ায় বা অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে অথবা যান্ত্রিক ক্রটিসহ যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নৌযান চালানো বা নৌভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে একটি নিরাপদ আনন্দময় পরিবেশবান্ধব নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সকলে এগিয়ে যাব, এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

আমি ‘নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাওন/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৯২

**নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৭ এপ্রিল নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অভ্যন্তরীণ নদীপথে যাত্রী নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৭-১৩ এপ্রিল   
‘নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের শপথ, নিরাপদ রবে নৌপথ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

রূপসী বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্য্যের অলংকার আমাদের নদ-নদী, খাল-বিল আর হাওর-বাঁওড়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌপথ ও নৌযানের কোনো বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক বাংলাদেশেও নদী আর নৌযানের গুরুত্ব কোনো অংশেই কমে যায়নি; বরং আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব মাধ্যম হিসাবে নৌপথের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি অধিকতর নিরাপদ নৌযাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার অংশ হিসাবে প্রতি বছর নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন একটি ইতিবাচক উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

একটি আধুনিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে নৌচলাচল নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক ড্রেজারের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে খনন কাজ চলছে। নৌপথের যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নদীর পরিবেশ রক্ষায় নৌযান মালিক ও যাত্রীসাধারণ উভয়েই সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে কালবৈশাখী মৌসুমে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন ও নৌআইন মেনে চলাসহ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরো সতর্ক ও সচেতন থাকার জন্য আমি নৌপরিবহন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণে একটি নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

আমি ‘নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১০৩০ ঘণ্টা